অমিতের জন্য গান– সে তো জীবনের জয়গান

আশীষ-উর-রহমান শুভ

গান তো অনেকভাবেই গায় মানুষে। মনের আনন্দে গায়, আবার মনের দুঃখেও গায়। এবারে যে গান গাওয়া হলো তা নিছক আনন্দ-বেদনার অনেক উর্ধে। সহমর্মিতা বলে যে মানবিক বোধ মানুষের মহিমাকে দিয়েছে অপার মহত্ব তারই আবেদনে সাড়া দিয়ে একদল কিশোর-কিশোরী গেয়েছিল গান গতকাল অলিয়ঁস ফ্রঁসেস ক্যাফেটেরিয়ায়। তাদের এ গান ছিল মূলত জীবনরক্ষার জন্য জীবনের জয়গান।

ঘটনাটি এতদিনে দেশবাসী সকলেরই জানা। দৈনিক জনকণ্ঠে গত সাত আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পাতায় সেই মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ। অমিত নামের ১২ বছরের এক কিশোর, যে পড়ত আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখায় সপ্তম শ্রেণীতে– পোলিও ওয়াইল্ড নামের মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ১১ মাস সে মুমূর্ষু পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের বিছানায়। পরিপূর্ণ চলচ্ছক্তিহীন। ফুসফুস অকেজো। শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে রাখা হয়েছে কৃত্রিমভাবে। স্বাভাবিকভাবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হলে ব্রিদিম পেসমেকার নামে যে যন্ত্রটির দরকার সেটি কিনে তার শরীরে প্রতিস্থাপন করতে দরকার প্রায় ৪৩ লাখ টাকা। অমিতের বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মশিউর রহমানের পক্ষে তো কল্পনাতীত এত টাকা যোগাড় করা। আমাদের জনকণ্ঠে যখন এই সংবাদটি প্রকাশ হয় তখন খুব সহজ একটি হিসাবের কথা বলেছিল অমিত। এত কোটি কোটি মানুষ আমাদের এই দেশে তাদের মধ্য থেকে অন্তত ৪৩ লাখ যদি মাত্র একটি করে টাকা দেন তাহলেই তার প্রাণ বাঁচে। এ রকমই ছিল তার আবেদন। এক আর্তপীড়িত কিশোরের এমন মানবিক আবেদনে সাড়া না দেয়ার মতো অমানবিক হয়ে ওঠেনি যে আমাদের সমাজ, অতটা মায়ামমতা শূন্য নিরেট হয়ে ওঠেনি যে এখনও দেশবাসীর হৃদয় পাওয়া গেল তার প্রমাণ। সাড়া জাগল বিপুল অমিতের আবেদনে। চিকিৎসার খরচ যোগাড় হলো তার– সারা দেশ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে জনে জনে এগিয়ে আসায়। অমিতের জন্য গান এই প্রক্রিয়ারই এক অনন্যদৃষ্টান্ত। গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রদের ব্যান্ড দল 'এলিকজার' গতকাল সন্ধ্যায় আয়োজন করেছিল অমিতের চিকিৎসার তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যান্ড শো। ব্যান্ডের সদস্য সবাই ১৫ বছর বয়সী,

গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের 'এলিকজার'-এর ব্যান্ডশো

তারা কেউ পড়ে অষ্টম, কেউ নবম শ্রেণীতে। গান গেয়ে ৪০ হাজার টাকা তারা সংগ্রহ করেছে অমিতের জন্য। এলিকজার ব্যান্ডের লাইনআপ এ রকম– কীবোর্ড– ববি। লিডগীটার– নভেদ। রিদম গিটার ও ভোকাল– মাহিন। ভোকাল ও বেইজ গিটার– মঈন। কীবোর্ড ও ভোকাল তিসমা এবং ড্রামস– আরসালান। গান-বাজনার চর্চা করছে তারা দীর্ঘদিন থেকেই স্কুলের গানের শিক্ষক ও শিল্পী তিমির নন্দীর কাছে। তার উৎসাহেই এই সাত কিশোর-কিশোরী একলিকজার নামের দলটি গড়ে তুলেছে মাত্রই দু'বছর হলো। নিজেদের স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্কুলভিত্তিক বিভিন্ন স্থানে কিছু অনুষ্ঠানে এর আগে তারা গান গেয়েছে। যৌথ আয়োজনেও অংশ নিয়েছে মহানগরীর

অমিতের সাহায্যার্থে আয়োজিত এলিকজার ব্যান্ডের নবীন শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করছে অলিয়ঁস ফ্রঁসেসে —মীর আহাম্মদ মীরু

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটসহ কয়েকটি বড় মিলনায়তনে। তবে দর্শনীর বিনিময়ে একক অনুষ্ঠান এটাই ছিল প্রথম। অনুষ্ঠানের শুরুটি ছিল অত্যন্ত আবেগময়। তিমির নন্দী নবীন দলটিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তাঁদের অভিনন্দন জানান এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেয়ার জন্য। পাশাপাশি তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষ, অনুষ্ঠানের স্পন্সর ভার্জিন ড্রিংকসকেও অভিনন্দন জানান। এর পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন– এবার আমরা অমিতকে নিয়ে আসব এই অনুষ্ঠানে। এর পর তিনি তাঁর হাতের মোবাইল টেলিফোনটির মাধ্যমে যোগাযোগ করেন হাসপাতালে চিকিৎসারত অমিতের বাবার সঙ্গে।

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)